যুগান্তর

...0 3 MAR 2008...

ইবি'র ২৪ শিক্ষকের চাকরি নিয়ে অনিশ্চয়তা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

মঞ্জুরি কমিশনের বাধার মুখে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪ জন শিক্ষকের চাকরি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের চাকরি স্থায়ীকরণ করতে পারছে না। ফলে এসব শিক্ষক উচ্চতর গবেষণা কার্যক্রমে অংশ নিতে পারছেন না। বঞ্চিত হচ্ছেন বিদেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিলাভ থেকে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের মাঝে বিরাজ করছে ক্ষোভ ও হতাশা। ব্যাহত হচ্ছে ক্লাসে পাঠদান কার্যক্রম। ওই শিক্ষকরা অবিলম্বে তাদের চাকরি স্থায়ীকরণ করার দাবি জানিয়েছেন। রোববার সমাজবিজ্ঞান অনুষদের টিচার্স লাউঞ্জে ৭টি বিভাগের ২৪ জন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় কর্মরত সাংবাদিকদের জানান, দুই থেকে আড়াই বছর আগে তাদের অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হলেও মঞ্জুরি কমিশনের অহেতুক আপত্তির মুখে তাদের চাকরি স্থায়ীকরণ করা হচ্ছে না।

শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

শিক্ষকরা অভিযোগ করে বলেন, মঞ্জুরি কমিশন যৌক্তিক কোন কারণ ছাড়াই তাদের হয়রানি করছে। বাজেট ঘাটতির চিরাচরিত অজুহাতে শিক্ষকদের চাকরি স্থায়ীকরণে অনুমোদন দিচ্ছে না। চাকরি স্থায়ীকরণ না করায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা উচ্চতর গবেষণা কার্যক্রমের জন্য শিক্ষা ছুটি পাচ্ছেন না। অনেকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্কলারশিপ পেলেও শিক্ষা ছুটি না হওয়ায় গবেষণা কার্যক্রমে যোগদান করতে পারেননি। প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতিও আটকে আছে কয়েকজন শিক্ষকের। এতে তাদের মাঝে নেমে এসেছে গভীর হতাশা। নিয়মিত ক্লাস নিতে গিয়ে তারা এমফিল ও পিএইচডি'র মতো উচ্চতর গবেষণা কার্যক্রম চালাতে পারছেন না। আবার এসব উচ্চতর গবেষণার থিসিসও জমা দিতে পারছেন না নির্ধারিত সময়ের মধ্যে। অন্যদিকে ক্লাসে পাঠদানেও মনোযোগী হতে পারছেন না তারা। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। রেজিস্ট্রার অফিস সূত্র জানায়, ২৪ জন শিক্ষকের মধ্যে বাংলা বিভাগে ৩ জন, ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগে ৪ জন, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ৩ জন, ফলিত পদার্থ ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগে ৪ জন, ফলিত রসায়ণ ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগে ৫ জন, আরবি বিভাগে ৩ জন এবং আল ফিকহ বিভাগে ২ জনকে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দেয়া হয় ২০০৫ সালের শেষে ও ২০০৬ সালের প্রথম দিকে। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে প্রভাষক থেকে অধ্যাপক পর্যন্ত মোট ৪ ক্যাটাগরির অস্থায়ী পদের বিপরীতে এসব শিক্ষককে প্রভাষক পদে নিয়োগ দেয়া হয়। ওই সময় ১২ সৃষ্ট পদের পাশাপাশি আরও ১২টি পদ সৃষ্টি করা হবে বলে শিক্ষকদের জানানো হয়। ২০০৬ সালের ৬ জুন মঞ্জুরি কমিশন থেকে প্রেরিত এক চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নিয়োগ ও পদ সৃষ্টি করতে হলে কমিশনের অনুমোদন নেয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু এর আগেই তাদের নিয়োগ দেয়া হলেও অদ্যাবধি চাকরি স্থায়ীকরণ হয়নি। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা প্রায় এক বছর আগে থেকেই তাদের চাকরি স্থায়ী করার আবেদন লিখিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। এমনকি ওই বিভাগগুলোর প্লানিং কমিটির সুপারিশও রয়েছে এ ব্যাপারে। ৩০ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ২৪ শিক্ষকের চাকরি স্থায়ীকরণে নতুন ১২টি পদ সৃষ্টির অনুমোদন চায়। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি মঞ্জুরি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক স্বল্পতা এবং ওই শিক্ষকদের চাকরির ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা না করে মাত্র ৬টি পদ সৃষ্টির অনুমোদন দেয়। এতে এসব শিক্ষকের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রোববার আবার আনুষ্ঠানিকভাবে মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন চেয়েছে নতুন পদ সৃষ্টি করে ওই শিক্ষকদের চাকরি স্থায়ীকরণ করতে।